দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... MAY 8 1999 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

অ তি থি ক লা ম

বুয়েটে তাণ্ডব ঃ শুধু কি ছাত্ররাই দায়ী

ডাঃ অপূর্ব পণ্ডিত

আমরা সকলেই বোধহয় এ প্রবাদটি জানি- এক হাতে তালি বাজে না। ২৬শে এপ্রিল বুয়েট ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতিতে শিক্ষক বনাম ছাত্রদের যে নজিরবিহীন তাণ্ডব হয়ে গেল তা কি শুধুমাত্র ছাত্রদের সৃষ্টি! বোদ্ধা সমাজের এনিয়ে বোধহয় ভেবে দেখা উচিত।

২৯শে এপ্রিল সংবাদ, প্রথম আলো, ইত্তেফাকের লিড নিউজগুলো পড়ে বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র আমার ছোট ভাইয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। ফোন করলাম বড় ভাইয়ের বাসায়। বড় ভাইও এক সময় বুয়েটের ছাত্র ছিলেন, বর্তমানে একজন স্বনামধন্য কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ। জানলাম ছোট ভাই ভাল আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাই হোক পত্রিকাগুলোতে বারবার ঘুরে ফিরে যে কথাটা এসেছে তা হলো একদল উচ্ছৃংখল ছাত্রের তাণ্ডব কিন্তু সত্যিই কি ওরা একদল উচ্ছৃংখল ছাত্র কিংবা ঘটনাটি কি একটি বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নাকি অন্যকিছু!

চলুন একটু খতিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা কি!

বুয়েটে প্রতিটি সাবজেক্টে গড়ে ৫টি ক্লাস টেস্ট হয়। তার মধ্য থেকে বেস্ট থ্রি-এর নম্বর মূল টার্ম ফাইনাল পরীক্ষায় যোগ হয়। ক্লাসটেস্ট পরীক্ষাগুলোতে ৬০-৭০ জন পরীক্ষার্থী থাকে। এক বেঞ্চে বসে সাধারণত ৪ জন। প্রক্সি দেয়া কিংবা, দেখে লিখা- নকলবাজি সবই হয় তাই হরহামেশা। স্যাররা দেখেন- ধমকান, সাবধান করে দেন, অনেক টিচার দেখেও দেখেন না এরকমই চলে আসছে ক্লাস টেস্ট প্রথা প্রবর্তনের পর থেকেই।

কিন্তু পুরকৌশল বিভাগের ২য় লেভেল ১ম টার্মের মেধাবী ছাত্র মোঃ সলিমুল্লাহ দীপু তার বান্ধবীর প্রক্সি দেয়ায় বিষয়টি ধরে ফেলেন প্রফেসর আজাদুর রহমান।

বিভাগীয় শিক্ষকদের কর্ণকুহরে পৌঁছে তার অভিযোগ- ২ বছরের জন্যে বহিষ্কারাদেশ দেয়া হয় দীপুকে- যার প্রক্সি দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শিক্ষকরা নেয়নি। ছাত্রটি আপিল করলো। আবার শিক্ষকদের সদিচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। ১ বছর মাফ পেয়ে গেল সে। কিন্তু একেবারে মাফ করা হলো না তাকে। এ যেনো লঘু পাপে গুরুদণ্ড।

ইচ্ছে হলো ২ বছর কর্তন, ইচ্ছে হলো ১ বছর মাফ- একটি ছাত্রের শিক্ষাজীবনের ১টি বছর তাদের একটু কলমের খোঁচা তাই না!

শিক্ষকদের বাহবা না দিয়ে কি পারা যায়!

বুয়েট ছাত্ররা এদেশের তারকা ছাত্র। অথচ তাদের কিছু কিছু ব্যাপারে প্রতিদিন নাকানি চুবানি খেতে হয় শিক্ষকদের কাছে।

কথায় কথায় শুনতে হয়- "একদম বাড়াবাড়ি করো না ফেল করিয়ে দেব কিন্তু।"

স্থাপত্য, পুরকৌশল এমনকি প্রায় প্রতিটি অনুষদেই এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও পরীক্ষা পদ্ধতির জন্যে ছাত্রদের তাকিয়ে থাকতে হয় শিক্ষকদের কৃপা লাভের আশায়। গত প্রায় এক দশক ধরে বুয়েটের প্রশাসনিক কার্যক্রমে চলছে এক চরম অব্যবস্থা।

(১) গত বিশ্বকাপ খেলার সময় ছাত্রদের ভাঙচুর আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছিল।

(২) হিলটন নামের সংবাদের সংবাদদাতা (বুয়েটের ছাত্র) গত বছর ইউকসুর ভিপি, জিএস-এর টেন্ডারবাজি নিয়ে তথ্য-প্রমাণসহ রিপোর্ট লিখেছিল দৈনিক সংবাদে। ভিপি, জিএস-এর ভাড়াটে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা তার উপর হামলা চালায়। তখন বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দুজন সাধারণ ছাত্রদের হাতে ধরা পড়লে সমস্ত ছাত্রদের সামনে ভিপি, জিএস-এর স্বরূপ উন্মোচন করে দেয় কিন্তু প্রশাসন ছিল নিশ্চুপ।

(৩) এই তো কদিন আগেই দেখলাম স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস বাণীতে একবার স্থাপত্য অনুষদের ছাত্ররা তাদের অনশন ভেঙে দিল কিন্তু প্রশাসনিক কোন সদিচ্ছা পরিলক্ষিত না হওয়ায় তারা আমরণ অনশন কার্যক্রম দেয়। নিতান্তই অনুপায় না হলে এরকম কর্মসূচি কেউ নেয় না বোধহয়। আবার কবি শামসুর রাহমানের সান্ত্বনা ও উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার হস্তক্ষেপের কারণে তারা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিল কিন্তু অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের কোন সঠিক পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি- তবে কি আবার অনশনে যাবে স্থাপত্য অনুষদের ছাত্ররা!

(৪) বিভাগীয় রাজনীতি শিক্ষকদের মাঝে অনেক দিন যাবৎই চরম আকার ধারণ করেছে। শোনা যায় পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষকরা এ রাজনীতিতে একধাপ এগিয়ে।

(৫) প্রতিবার পরীক্ষার সময় ছাত্ররা আন্দোলন করে- শিক্ষকরা পরীক্ষা পেছায়- বাড়ছে সেশনজট।

এরকম ভূরি ভূরি অচলাবস্থার সৃষ্টির কারণ প্রতিটি পদে পদে বিরাজ করছে বুয়েটে।

এবারের বুয়েটের নারকীয় তাণ্ডব এসব কার্যক্রমেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

বিশ্বকাপ দেখতে হবে তাই পরীক্ষা পেছানো দরকার দীপুর মতো তো প্রায় সবাই প্রক্সি দিচ্ছে এ আর এমন কি অপরাধ তাই তাকে বিনা শর্তে ক্ষমা করতে হবে- একরম চিন্তা নিয়ে রোববার রাতে ক্যাম্পাসে হলো কিছু বিচ্ছিন্ন মিছিল আর ভাঙচুর। বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিচালক যার ক্ষমতার হাত নাকি অনেক লম্বা তার পেয়ারের একজন রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তি (পুরকৌশলের শিক্ষক) বর্তমান উপাচার্য নিয়োগের আগে লবিং করে যাচ্ছিলেন। বর্তমান নিরপেক্ষ উপাচার্য নুরুদ্দীন আহমেদ সরে গেলে উনিই নাকি উপাচার্য হবেন এরকম গুঞ্জন আছে ক্যাম্পাসে।

অভিযোগ পাওয়া যায় এই ছাত্রকল্যাণ পরিচালক ছাত্রদের বলেছিলেন, এত অল্প ভাঙচুর করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা যাবে না। তিনি ভিসির পারমিশন ছাড়াই ডাকলেন পুলিশ- সোমবার ক্যাম্পাসে পুলিশের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। যখন সোমবার ২৬শে এপ্রিল রাতে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন (সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য) ও ইউকসু নেতৃবৃন্দ সাধারণ সভায় মিলিত হলো তখন বিনা উস্কানিতে পুলিশ তিনজন ছাত্রকে আচমকা গ্রেফতার করে ভ্যানে তোলার চেষ্টা করলে ছাত্ররা বাধা দেয় ও তাদেরকে গ্রেফতারের কারণ জিজ্ঞেস করে। পুলিশ তাড়াহুড়ো করে তাদের ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ও এসব ছাত্রদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে বলে জানায়। ছাত্ররা আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে চাইলে পুলিশ ওদেরকে থানায় পাঠিয়ে দেয়।

ছাত্ররা হয় উত্তপ্ত। চলে ভাঙচুর।

এদিকে আজাদুর রহমান রবিন নামের এক ছাত্রকে তার সমস্ত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আটক করে বেধড়ক পিটিয়ে ১টি হাত ভেঙে দেয়। রবিনের উপর আক্রমণের এ খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা হয় মারমুখো- শিক্ষকরের ভবনে হামলা চালায়। আজাদুর রহমান চালায় গুলি ৪/৫ রাউন্ড। অবশ্য গুলির ব্যাপার অস্বীকার করেছেন তিনি। কিন্তু পুলিশও গুলি করেনি তবে কে করলো গুলি! রাত ৩টার দিকে পুলিশ আটককৃত তিনজনকে অস্ত্র মামলায় না দিয়ে বেকসুরভাবে ছেড়ে দেয়। অথচ ছাত্রকল্যাণ পরিচালক সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ছাত্র গ্রেফতারের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে জানান।

সর্বোপরি ছাত্ররা চরম আক্রোশে কম্পিউটার বইপত্র, ফ্যান লাইট টেবিল চেয়ার একে একে সমস্ত শিক্ষা উপকরণ গুঁড়িয়ে দিল সোমবার মধ্যরাতে। তাদের মূল টার্গেট ছিল একাডেমিক ভবন, কাউন্সিল ভবন, শিক্ষকদের আবাসিক ভবন, আইএফসিডিআর ভবন, ডাইনিং হল, কমন রুম।

প্রায় ৩ ঘন্টাব্যাপী তাদের এ আক্রোশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হলো বুয়েটের সর্বাঙ্গীন পরিবেশ। দেশের অন্য শিক্ষাঙ্গনগুলোর মতো যে বুয়েট ক্যাম্পাস আজো সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়নি সেই ক্যাম্পাসের এ তাণ্ডবকে বিশ্লেষণ করলে তাই আমরা দেখি-

(১) দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের নামে পরীক্ষা পেছানোর জন্যে ছাত্রদের প্রচেষ্টা

(২) আজাদুর রহমানের বাসায় রবিনকে প্রহার করা কিংবা ছাত্রদের উদ্দেশে গুলি ছোঁড়া-

(৩) পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষকদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার অপকৌশল

(৪) পুলিশের নীরব ভূমিকা

কিন্তু কেন!

সেদিন কি ২০/২৫ জন শিক্ষক ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়ে একযোগে বাধা দিয়ে বলতে পারতেন না যে বুয়েটে ভাঙচুর করার আগে আমাদেরকে ডিঙিয়ে যেতে হবে তাহলে কি ছাত্ররা এতটা মারমুখী হতো! নিশ্চয়ই না। পারতো নাকি ইউকসু কোন সঠিক পদক্ষেপ নিতে! তাই সংবাদের অতিথি কলামে মমতাজ লতিফ সাহেবের লেখা 'বুয়েটের ছাত্ররা জাতির কাছে ক্ষমা চাও' শীর্ষক প্রবন্ধের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলতে চাই-

বুয়েটের এ নারকীয় তাণ্ডবে একটি শিক্ষাঙ্গনের শিক্ষা ব্যবস্থার যে রূপ ফুটে উঠলো তা ছাত্র-শিক্ষক-প্রশাসন সকলেরই অপরিনামদর্শিতা আর অসততার নির্দশন। এককভাবে ছাত্রদের উপর এর দায়ভার চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না- এবং প্রয়োজন দায়ী ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সুষ্ঠু তদন্ত যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব অসচেতন ছাত্র, শিক্ষকদের রাজনৈতিক অপচেষ্টার হাত থেকে বাঁচবে এদেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুয়েট।